ভূপাল চন্দ্র কর------- বাদী
বনাম
ভোলা নম গং------বিবাদী

অপর মামলা নং-১১৮৪/২০২১

Bangladesh Form No. 3701

HIGH COURT FORM NO.J (2)

HEADING OF JUDGMENT IN ORIGINAL SUIT/CASE

District- চট্টগ্রাম।

In the court of সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত, পটিয়া, চট্টগ্রাম ।

Present: জনাব মোঃ হাসান জামান**, সিনিয়র সহকারী জজ**

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত
পটিয়া, চট্টগ্রাম।

সোমবার the ১১ day of এপ্রিল **, ২০২২**

Other Suit No. ১১৮৪ / ২০২১

ভূপাল চন্দ্র কর Plaintiff (s)/ Petitioner(s)

-Versus-

ভোলা নম গং Defendant (s)/ Opposite Parties

This suit/ case coming on for final hearing on ১১/১০/২০১৫ খ্রিঃ, ১৫/১০/২০২০ খ্রিঃ, ০৭/০২/২০২১ খ্রিঃ; ০৬/০১/২০২২ খ্রিঃ;০৯/০২/২০২২ খ্রিঃ; ১৪/০৩/২০২২ খ্রিঃ ও ২৪/০৩/২০২২ খ্রিঃ।

In presence of

জনাব দেবেশ গুপ্ত Advocate for Plaintiff/ petitioner

জনাব শ্রীনিবাশ ভট্টচার্য্য Advocate for Defendant/ Opposite party

and having stood for consideration on this day, the court delivered the following judgment:-

ইহা ঘোষণামূলক ডিক্রির প্রার্থনায় আনীত একটি দেওয়ানী মোকদ্দমা। মামলাটি গত ০৬/০২/২০১১ ইং তারিখে বিজ্ঞ সিনিয়র সহকারী জজ ১ম আদালত, পটিয়া, চট্টগ্রাম এ দায়ের করার পর অপর ৩৯/২০১১ নম্বর হিসাবে রেজিষ্ট্রিভুক্ত করা হয়। অতপর প্রশাসনিক আদেশ মূলে উক্ত মামলা সিনিয়র সহকারী জজ ২য় আদালত, পটিয়া, চট্টগ্রাম এ বদলী করা হলে নতুনভাবে অপর ১১৮৪/২০২১ নম্বর মামলা হিসেবে রেজিষ্ট্রিভুক্ত হয়।

ভূপাল চন্দ্র কর------- বাদী
বনাম
ভোলা নম গং------বিবাদী

অপর মামলা নং-১১৮৪/২০২১

বাদীপক্ষের মোকদ্দমার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে,

আরজি তফসিল বর্নিত দৌলতপুর মৌজার নালিশী আর এস- ১১০৭ নং খতিয়ানভুক্ত ৬৭৩ নং দাগের ৪২ শতক সম্পত্তির মালিক ছিলেন যথাক্রমে কৃষ্ণদাস, সুরধন , সুরেশ চন্দ্র , সিন্ধু কুমার, দীনবন্ধু ও রজনীকুমার। নালিশী দাগে তারা প্রত্যেকে √১৩।/ (২ আনা ১৩ গন্ডা, ১ কড়া ১ ক্রান্তি) অংশ অনুসারে ৪২ শতকের আন্দরে ০৭ শতক ভুমিতে স্বত্বাবান ছিলেন। সুরেশ ও দীনবন্ধু নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেলে অপর চার ভ্রাতা তাদের স্বত্ব প্রাপ্ত হয়। সেমতে আর এস রেকর্ডীয় সুরধন নিজ অংশে ০৭ শতক এবং ভ্রাতা হতে হারাহারি মতে ৩.৫০ শতক সহ সর্বমোট ১০.৫০ শতক ভুমিতে মালিক দখলকার হন। সুরধন বিগত ০১/০৮/১৯৫০ খ্রিঃ তারিখে ৩৯৬৩ নং কবলামুলে ৫$\frac{১}{২}$ শতক ভুমি আব্দুল মনাফ এর নিকট হস্তান্তর করেন। আব্দুল মনাফ উক্ত ভুমি থেকে ১৪/০৩/১৯৬৪ খ্রিঃ তারিখে ০৩ শতক ভুমি ছমনা খাতুন বরাবর হস্তান্তর করেন। ছমনা খাতুন এর মৃত্যুতে তার দুই কন্যা জুলেখা বেগম ও ছালেহা বেগম তৎ মাতা হতে প্রাপ্ত অংশ হতে ০২ শতক ভুমি ১৬/০৫/২০০১ তারিখে ২৭৯১ নং দলিলমূলে মোহাম্মদ জাফর উল্লাহ এর নিকট হস্তান্তর করেন। জাফর উল্লাহ উক্ত ভুমি ১৬/০৭/২০০১ ইং তারিখে কবলামুলে বাদীর নিকট হস্তান্তর করেন।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত
পটিয়া , চট্টগ্রাম।

আর এস রেকডীয় সুরধন এর মৃত্যুতে তার পুত্র যোগেশ চন্দ্র নম ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। যোগেশ তাহার পিতা কর্তৃক পূর্বে বিক্রিত ৫$\frac{১}{২}$ শতক বাদে অবশিষ্ট ০৫ শতক ভুমি হতে ০৪ শতক ভুমি ২৮/০৬/১৯৭৪ তারিখে কবলা মুলে আহমদ ছফার নিকট হস্তান্তর করেন। উক্ত ভুমি আহমদ ছফা ০৪/০৬/২০০১ খ্রিঃ তারিখে বাদীর নিকট হস্তান্তর করেন। এভাবে বাদী ৬ শতক ভুমি খরিদসূত্রে প্রাপ্ত হয়ে তথায় মাটি ভরাট করে বাউন্ডারী ওয়াল তুলে ভোগ দখল করে আসছেন।

বাদী নালিশী জমি সংক্রান্তে খাজনা পরিশোধ করতে গেলে বি এস খতিয়ান ভুলভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে মর্মে অবগত হন। অতপর বাদী বিগত ০৭/০৪/২০১০ খ্রিঃ তারিখে তর্কিত বি এস খতিয়ানের সহি মুহুরী নকল উত্তোলন করে দেখেন যে, বি এস খতিয়ান বাদী বায়ার পরিবর্তে আর এস রেকডীয় সুরধন এর নিঃসন্তানপুত্র যোগেশ চন্দ্র এর নামে প্রচারিত আছে। বিগত ২১/০১/২০১১ ইং তারিখে বাদী মূল বিবাদীগনের নিকট নাদাবি নামা তলব করিলে বিবাদীগণ তা দিতে অস্বীকৃতি জানায়। নালিশী তফসিলের ভুমি বি এস খতিয়ানে ভুল ও অশুদ্ধভাবে প্রচারিত হওয়ায় বাদীর স্বত্বে মেঘাবরণ পড়েছে যেকারনে বাদীপক্ষ অত্র মামলা দায়ের করেন।

অন্যদিকে, ৯(ক)-৯(গ)/১০ নং বিবাদীপক্ষ আরজি বক্তব্য অস্বীকারপূর্বক লিখিত জবাব দাখিল করে অত্র মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। উক্ত বিবাদীপক্ষের মোকদ্দমার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে

পটিয়া থানাধীন দৌলতপুর মৌজাস্থ আর এস ১১০৭ নং খতিয়ানের আর এস ৬৭৩ দাগের তৎ মিলামিল বি এস- ১৬৬২ নং খতিয়ানের বি এস-২৮৭ নং দাগের আন্দরে ৪২ শতক ভূমির মূল মালিক ছিলেন কৃষ্ণ দাশ, রজনী কুমার , সুরধন, সুরেশ চন্দ্র , সিন্ধু কুমার ও দ্বীনবন্দু । তাদের মধ্যে সুরেশ ও দ্বীনবন্ধু নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেলে উভয়য়ের স্বত্ব সিন্ধু ও সুরধন প্রাপ্ত হয়। সিন্ধু কুমারের মৃত্যুতে এক পুত্র নৈদার বাঁশী ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। বি এস জরিপ নৈদার বাঁশীর নামে শুদ্ধভাবে রেকর্ড হয়। নৈদার বাঁশীর মৃত্যুতে দুই পুত্র ৯ ও ১০ নং বিবাদী পরিমল নম ও পরীক্ষিত নম ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। পরিমলের মৃত্যুতে ৯(ক)-৯(গ) নং বিবাদীগণ ওয়ারীশ থাকেন। কৃষ্ণদাশ মরনে দুই কন্যা বানুমতি ও চিন্তাবালা ওয়ারীশ হয়। রজনী এক কন্যা সুরশী বালা কে রেখে মারা যান। নালিশী ৬৭৩ দাগ ভূমি বসতভিটি। তথায় এই বিবাদীদের পৈত্রিক বসতভিটি রয়েছে যাহাতে বিবাদীগণ তামাদির ঊর্ধ্বকাল যাবত নিরবিচ্ছিন্নভাবে ভোগদখল করে আসিতেছেন। নালিশী তফসিলের ভূমিতে বাদীপক্ষের কোন স্বত্বদখল নেই। নালিশী তফসিলভুক্ত ভূমি সংক্রান্তে বি এস খতিয়ান শুদ্ধ ও সঠিক। উক্ত প্রেক্ষিতে মোকদ্দমা খরচা সহ খারিজের প্রার্থনা করেন।

<u>বিচার্য বিষয় সমূহ ঃ</u>

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত
পটিয়া, চট্টগ্রাম।

অত্র মোকদ্দমাটি সুষ্ঠু নিষ্পত্তির স্বার্থে আদালত কতৃক নিম্নলিখিত বিষযসমূহ বিচার্য বিষয় হিসাবে নির্ধারন করা হলো।

১) অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলতে পারে কি না?
২) অত্র মোকদ্দমা দায়েরে কারন উদ্ভব হয়েছে কিনা ?
৩) অত্র মোকদ্দমা তামাদি দ্বারা বারিত কি না?
৪) অত্র মোকদ্দমা পক্ষ দোষে দুষ্ট কি না ?
৫) নালিশী জমিতে বাদী পক্ষের কোন স্বত্ব স্বার্থ আছে কি না ?
৬) তফসিল বর্ণিত নালিশী সম্পত্তি সম্পর্কিত বি এস খতিয়ান ভুল বা অশুদ্ধ কি না ?
৭) বাদীপক্ষ প্রার্থীতমতে ডিক্রি পেতে হকদার কি না?

<u>উপস্থাপিত সাক্ষ্য</u> ঃ

মামলা প্রমাণার্থে বাদীপক্ষ ০২ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছেন। যথা ঃ ভূপাল চন্দ্র কর (P.W.1); বংশী কর্মকার (P.W.2)। অন্যদিকে, বিবাদীপক্ষ মোট ০২ জন সাক্ষী পরীক্ষিত নম (D.W.1) ও যদু মোহন দেব (D.W.2) কে পরীক্ষা করেছেন।

বাদী ভুপাল চন্দ্র কর (P.W.1) এবং পরীক্ষিত নম (D.W.1) জবানবন্দি প্রদান করত যথাক্রমে আরজী ও লিখিত জবাবে উল্লেখিত বক্তব্যকে পরস্পর সমর্থন করেছেন।

সাক্ষ্যগ্রহণ কালে বাদীপক্ষে নিম্নবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। দৌলতপুর মৌজার আর এস **১১০৭** নং খতিয়ান	প্রদর্শনী ১
২। দৌলতপুর মৌজার বি এস -১৬৬২ নং খতিয়ান	প্রদর্শনী ২
৩। ১৬.০৫.২০০১ খ্রিঃ তারিখের ২৭৯১ নং কবলা	প্রদর্শনী ৩
৪। ০৪.০৬.২০০১ খ্রিঃ তারিখের ৩২০১ নং কবলা	প্রদর্শনী-৪
৫। ১৬.০৭.২০০১ খ্রিঃ তারিখের ৪০৮২ নং কবলা	প্রদর্শনী-৫
৬। ১৪.০৩.১৯৬৪ খ্রিঃ তারিখের ১৩৪১ ও ১৩৪২ নং কবলার সি.সি	প্রদর্শনী-৬
৭। ২৮.০৬.১৯৭৪ খ্রিঃ তারিখের ৪০৭৮ নং কবলার সি.সি	প্রদর্শনী-৭
৮। ০১.০৮.১৯৫০ খ্রিঃ তারিখের ৩৯৬৩ নং কবলার সি.সি	প্রদর্শনী- ৮

অপরদিকে, বিবাদীপক্ষ দৌলতপুর মৌজার আর এস খতিয়ান নং- ১১০৭ ও বি এস খতিয়ান নং- ১৬৬২ এর জাবেদা নকল (প্রদর্শনী- ক সিরিজ) দাখিল করেছেন।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

প্রারম্ভেই ইহা উল্লেখ করা উচিত যে, অত্র মামলায় কিছু বিচার্য বিষয় রয়েছে যাহা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। উক্ত প্রেক্ষিতে সেগুলো আলাদা করে আলোচনা করার প্রয়োজন নেই। আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের সুবিদার্থে উক্ত বিচার্য বিষয় সমূহ একত্রে নেওয়া হলো।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত
পটিয়া, চট্টগ্রাম।

বিচার্য বিষয় নম্বর ১, ২, ৩ ও ৪ ঃ

" অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলতে পারে কি না ?"

" অত্র মোকদ্দমা দায়েরে কারন উদ্ভব হয়েছে কিনা ?"

" অত্র মোকদ্দমা তামাদিদোষগত কারণে বারিত কি না ?"

" অত্র মোকদ্দমা পক্ষ দোষে দুষ্ট কিনা ?"

অত্র মামলার উভয়পক্ষ এ বিষয়গুলো সম্পর্কে জোরালোভাবে কোন বক্তব্য বা যুক্তিতর্কের অবতারনা করেননি। মামলার প্লিডিংস ও উপস্থাপিত সাক্ষ্যপ্রমান আমি খুব মনোযোগের সহিত পর্যবেক্ষন করলাম। বর্তমান মামলাটি নালিশী সম্পত্তিতে বাদীর স্বত্ব আছে এবং তৎ সম্পর্কিত বি এস খতিয়ান অশুদ্ধ মর্মে ঘোষনার প্রতিকার প্রার্থনায় রুজু হয়েছে। মামলার নালিশী সম্পত্তি চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানাধীন দৌলতপুর মৌজায় অবস্থিত। মামলার মূল্যমান ধরা হয়ে ১,৫০,০০০/- টাকা যাহা অত্র আদালতের স্থানীয় ও আর্থিক এখতিয়ারের অন্তর্ভূক্ত। অত্র মামলাটি সম্পূর্ন দেওয়ানী প্রকৃতির এবং এই আদালতের মোকদ্দমাটি বিচারে কোনরুপ প্রতিবন্ধকতা নেই মর্মে আমি বিবেচনা করি। উক্ত প্রেক্ষিতে মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে রক্ষনীয়।

বাদীপক্ষের দাখিলী আরজি প্রকাশমতে, অত্র মোকদ্দমা রুজুর পর্যাপ্ত কারন বিদ্যমান রয়েছে। বাদীপক্ষের দাবিমতে, বাদী নালিশী আর এস-১১০৭ নং খতিয়ানভুক্ত আর এস ৬৭৩ নং দাগের ৪২ শতক সম্পত্তির মধ্যে ৬ শতক ভূমি খরিদসূত্রে মালিক দখলকার হন। বাদীপক্ষ উক্ত ভূমিতে বাউন্ডারি ওয়াল তুলে ও দোকানঘর তুলে ভোগদখল করিতেছেন। বিবাদীপক্ষের কোন স্বত্ব স্বার্থ ও দখল না থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র ভুল ও অশুদ্ধ বি.এস খতিয়ানমূলে তারা বাদীপক্ষের স্বত্ব স্বার্থ ও দখল অস্বীকার করেছে। বিবাদীপক্ষের এরুপ কার্য নালিশী সম্পত্তিতে বাদীপক্ষের স্বত্ব ও দখলে মেঘাবরণ পড়েছে। বাদী স্থানীয় তহসিল অফিসে খাজনা পরিশোধ করতে গেলে বি এস রেকর্ড ভুল হওয়ার বিষয়ে জানতে পারেন। পরবর্তীতে ০৭/০৪/২০১০ খ্রিঃ তারিখে তর্কিত বি এস খতিয়ানের সহি মুরুরী নকল সংগ্রহ পূর্বক বি এস রেকর্ড বাদীর পূর্ববর্তী বায়ার নামে সঠিকভাবে রেকর্ড হয়নি মর্মে অবগত হন। বিগত ২১/০১/২০১১ খ্রিঃ তারিখে বিবাদীগণ নালিশী সম্পর্কিত বি এস খতিয়ান বিষয়ে নাদাবি প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়। সুতরাং অত্র মামলা করার উপযুক্ত কারন বিদ্যমান আছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত
পটিয়া, চট্টগ্রাম।

বিগত ২১/০১/২০১১ ইং তারিখে অত্র মামলার কারন উদ্ভব হওয়ার পর ০৬/০২/২০১১ ইং তারিখে মোকদ্দমাটি রুজু হয়। এখানে ইহা উল্লেখ করা সমীচীন হবে যে, তামাদি আইন অনুসারে মামলা করার অধিকার জন্মের ০৩ বছর সময়কালের মধ্যেই ঘোষনামূলক মামলা দায়ের করতে হয়। অত্র মামলা উক্ত তামাদি সময়কালের মধ্যেই রুজু হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। আরজি, লিখিত জবাব, সমস্ত সাক্ষ্য প্রমান ও নথি পর্যালোচনায় এমন কিছু পেলাম না যা দ্বারা মামলাটি পক্ষদোষে দুষ্ট মর্মে সিদ্ধান্তে পৌছানো যায়। তাছাড়া যুক্তিতর্ক উপস্থাপনকালে বিবাদীপক্ষ এই বিষয়ের উপর কোন আপত্তি উত্থাপন করেন নি। সুতরাং অত্র মামলাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে রক্ষনীয়; তামাদি দ্বারা বারিত নয় এবং মোকদ্দমা রুজুর যথেষ্ট কারন বিদ্যমান রয়েছে এবং মামলাটি পক্ষদোষে দুষ্ট নয়।

এমতাবস্থায়, বিচার্য বিষয় নম্বর ১-৪ বাদীপক্ষের অনুকুলে নিষ্পত্তি করা হলো।

বিচার্য বিষয় নম্বর ৫ ও ৬ ঃ

" নালিশী জমিতে বাদী পক্ষের কোন স্বত্ব স্বার্থ আছে কি না ?"

" তফসিল বর্ণিত নালিশী সম্পত্তি সম্পর্কিত বি এস খতিয়ান ভুল বা অশুদ্ধ কি না ?"

পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিধায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের সুবিদার্থে উপরোক্ত বিচার্য বিষয়দ্বয় একত্রে গ্রহন করা হলো।

বাদীপক্ষের সাক্ষী ভূপাল চন্দ্র কর (P.W.1) কর্তৃক দাখিলী আর এস খতিয়ান প্রদর্শনী- ১ পর্যালোচনায় দেখা যায়, অত্র মামলার নালিশী সম্পত্তি আর এস ১১০৭ নং খতিয়ানভুক্ত সম্পত্তি। উক্ত খতিয়ানে আর এস ৬৭৩ দাগের সমুদয় ৪২ শতক ভূমির মালিক ছিলেন ০৬ ভ্রাতা যথা - কৃষ্ণ দাশ, রজনী কুমার , সুরধন, সুরেশ চন্দ্র , সিন্ধু কুমার ও দ্বীনবন্দু। উক্ত খতিয়ানে প্রত্যেকের নামে √১৩।/ অংশ রেকর্ড হয়। তদানুযায়ী প্রত্যেক ভ্রাতা নালিশী দাগে ৪২ শতক এর মধ্যে ৭ শতক ভূমিতে স্বত্ববান ছিলেন।

উভয়পক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত যে, ০৬ ভ্রাতার মধ্যে মধ্যে সুরেশ ও দ্বীনবন্ধু নিঃ সন্তান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। বাদীপক্ষের দাবি মতে, সুরেশ ও দ্বীনবন্ধুর অংশ ভূমি তাহারা অপর ০৪ ভ্রাতা সমান অংশে প্রাপ্ত হন। সে হিসেবে সুরধন মৃত দুই ভ্রাতার ১৪ শতাংশ হতে ৩.৫০ শতাংশ ভূমি প্রাপ্ত হয়। অপরদিকে বিবাদীপক্ষ মৃত দুই ভ্রাতার সম্পত্তি সিন্ধু কুমার ও সুরধন প্রাপ্ত হয় মর্মে দাবি করেন। বিবাদীপক্ষের এরুপ দাবি আইনত গ্রহনযোগ্য নয় কেননা সুরেশ ও দ্বীনবন্ধুর মৃত্যুকালে ০৪ ভ্রাতা কৃষ্ণ দাশ, রজনী কুমার , সুরধন ও সিন্ধু কুমার জীবিত ছিলেন। বিবাদীপক্ষ অপর দুই ভ্রাতা কৃষ্ণ দাশ ও রজনী কুমার যে সেসময়ে মৃত ছিলেন তৎসমর্থনে কোন সাক্ষ্য প্রদান দাখিল করেননি এমনকি লিখিত জবাব বা জবানবন্দিতেও দাবি করেননি। সুতরাং সুরেশ ও দ্বীনবন্ধুর মৃত্যুর পর তাদের ত্যজ্যবিত্ত সম্পত্তি তাদের দুই ভ্রাতা সিন্ধু কুমার ও সুরধন পেয়েছেন মর্মে বিবাদীপক্ষের দাবি সঠিক নয়। মূলত সুরেশ ও দ্বীনবন্ধুর মৃত্যুতে ০৪ ভ্রাতা কৃষ্ণ দাশ, রজনী কুমার, সুরধন ও সিন্ধু কুমার সমানাংশে মৃত ভ্রাতার সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। সে হিসেবে প্রত্যেক ভ্রাতা ৩.৫০ শতক করে পাওয়ার অধিকারী মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সার্বিক পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, আর এস রেকর্ডীয় সুরধন নালিশী দাগে নিজ অংশ ও মৃত ভাই হতে প্রাপ্ত অংশ সমেত (৭ +৩.৫০) = ১০.৫০ শতক ভূমিতে স্বত্ববান ছিলেন।

বাদীপক্ষ হতে দাখিলকৃত ৩৯৬৩ নং দলিলের জাবেদা নকল প্রদর্শনী-৮ পর্যালোচনায় দেখা যায়, আর এস রেকর্ডী সুরধন তার স্বত্বাংশীয় ভূমি হতে নালিশী ৬৭৩ নং দাগের আন্দরে ৫$\frac{১}{২}$ শতক ভূমি ০১/০৮/১৯৫০ ইং তারিখে আবদুল মনাফ এর নিকট বিক্রয় করেন। প্রদর্শনী- ৬(ক) প্রকাশমতে , আব্দুল মনাফ উক্ত ভূমি থেকে ১৪/০৩/১৯৬৪ খ্রিঃ তারিখে ০৩ শতক ভূমি ছমনা খাতুন বরাবর হস্তান্তর করেন। ছমনা খাতুনের মৃত্যুতে তার দুই কন্যা জুলেখা বেগম ও সালেহা বেগম পরবর্তীতে ০২ শতাংশ

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত
পটিয়া, চট্টগ্রাম।

ভূমি ১৬/০৫/২০০১ খ্রিঃ তারিখে মোহাম্মদ জাফর উল্লাহ এবং জাফর উল্লাহ উহা ১৬/০৭/২০০১ ইং তারিখে বাদী বরাবর হস্তান্তর করেন। বাদীপক্ষ কর্তৃক দাখিলীয় কবলা দলিল প্রদর্শনী- ৩ ও প্রদর্শনী-৫ দৃষ্টে উক্তরুপ হস্তান্তরের সত্যতা পাওয়া গিয়াছে।

বাদীপক্ষ কর্তৃক দাখিলীয় দলিল প্রদর্শনী- ৭ ও প্রদর্শনী- ৪ পর্যালোচনায় দেখা যায়, আর এস রেকর্ডীয় সুরেশ এর পুত্র যুগেশ চন্দ্র নম নালিশী দাগে ওয়ারীশ সূত্রে প্রাপ্ত ভূমি হতে ০৪ শতাংশ ভূমি আহমদ ছফা বরাবর এবং আহমদ ছফা উক্ত ভূমি ০৪/০৪/২০০১ ইং তারিখে ৩২০১ নং কবলামুলে বাদী বরাবর হস্তান্তর করেন।

সার্বিক পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, প্রদর্শনী ৪ ও প্রদর্শনী-৫ অনুসারে বাদী নালিশী ৬৭৩ নং দাগে (৪+২)= ৬ শতক ভূমিতে স্বত্বাবান আছেন।

বিবাদীপক্ষে D.W.1 নালিশী দাগে সিন্ধু কুমার এর অংশে তাদের দাবি বলে স্বীকার করেছেন। তবে সুরধনের অংশে তাদের কোন দাবি নেই মর্মে জানিয়েছেন। বিবাদীপক্ষের দাবিমতে, নালিশী ভূমির মূল মালিক কৃষ্ণ দাশ গং ০৬ ভ্রাতা। সুরেশ ও দীনবন্ধু মারা গেলে তাদের অংশ সিন্ধু কুমার ও সুরধন প্রাপ্ত হয়। বিবাদীগণ সিন্ধু কুমার মরনে এক পুত্র নৈদার বাঁশী ওয়ারীশ থাকে। বিবাদীগণ উক্ত নৈদার বাঁশীর ওয়ারীশ হিসাবে নালিশী সম্পত্তি দাবি করেছেন। পূর্বের পর্যালোচনা হতে দেখা যায়, সুরেশ ও দ্বীনবন্ধুর মৃত্যুতে তাদের অপর চার ভ্রাতা প্রত্যেকে ৩.৫০ শতক করে প্রাপ্ত হয়। সেহিসাবে সিন্ধু কুমার ও ৩.৫০ শতক প্রাপ্ত হবেন। সিন্ধু কুমার নালিশী দাগে তার নিজ অংশের ৭ শতাংশ ও ভাইয়ের কাছ থেকে প্রাপ্ত ৩.৫০ শতাংশ সহ মোট ১০.৫০ শতক সম্পত্তির দাবিদার মর্মে প্রতীয়মান হয়। সিন্ধুকুমার এর মৃত্যুতে তার পুত্র নৈদার বাঁশী উক্ত ১০.৫০ শতক ভূমি প্রাপ্ত হয়। বিবাদীগণ নৈদার বাঁশীর পুত্র হিসাবে নালিশী সম্পত্তি দাবি করেছেন। প্রদশর্নী ক/১ পর্যালোচনায় দেখা যায়, বি এস ১৬৬২ নং খতিয়ানে বি এস ২৮৭ নং দাগে ৪২ শতক বাড়ি ভূমি মামলার নালিশী তফসিল ভূক্ত ভূমি। উক্ত খতিয়ানে নৈদার বাঁশী নম এর নামে √১৩।/ অংশ রেকর্ড হয়। আবার নৈদার বাঁশীর স্ত্রী বিধু বালার নামেও √১৩।/ অংশ রেকর্ড হয়। নৈদার বাঁশী জীবিত থাকাকালে তাহার স্ত্রী বিধু বালা নম এর নাম কিভাবে বি এস খতিয়ানে লিপিবদ্ধ হলো তা বোধগম্য নয়। বিধু বালা নম কারো কাছ থেকে নালিশী খতিয়ানের কোন সম্পত্তি অর্জন করেছেন মর্মে দৃষ্ট হয়নি। এ বিষয়ে বিবাদীপক্ষ থেকে কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। অত্র মামলায় মূলত নালিশী দাগে সুরধনের অংশ ভূমি বিরোধীয় সম্পত্তি। নালিশী দাগে বিবাদীদের দাবিকৃত সিন্ধু কুমার এর অংশ ভূমির মালিকানা বিষয়ে আলোচনা এখানো নিষ্প্রেয়োজন। নালিশী দাগে সিন্ধু কুমার যেমন ১০.৫০ শতক এর মালিক তেমনি সুরধন ও ১০.৫০ শতক এ স্বত্ববান মর্মে প্রতীয়মান হয়। যেহেতু সুরধন উক্ত সম্পত্তি থেকে নালিশী দাগ আন্দরে জীবদ্দশায় ৫$\frac{১}{২}$ শতক এবং তাহার পুত্র যোগেশ চন্দ্র নম ৪ শতক ভূমি অন্যত্র অর্থাত বাদীর পূববর্তী বায়াদের নিকট হস্তান্তর করেছেন সেকারনে বি এস খতিয়ানে যোগেশ চন্দ্র নম

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত
পটিয়া, চট্টগ্রাম।

এর নামে পুরোপুরি রেকর্ড হওয়া সঠিক ছিল না। নালিশী বি এস খতিয়ানে বাদীর পূর্ববর্তী বায়াগনের নাম লিপিবদ্ধ হওয়া উচিত ছিল বলে আমি বিবেচনা করি।

দখল সমর্থনে P.W.1 দাবি করেছেন যে তিনি ৩ গন্ডা ভুমি খরিদসূত্রে প্রাপ্ত হয়ে মাটি ভরাটক্রমে চারদিকে বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণক্রমে ভোগদখলে আছেন। নালিশী ভুমিতে বিবাদীর দখল তিনি অস্বীকার করেছেন। P.W.1 জেরাতে উল্লেখ করেন যে নালিশী ৬৭৩ দাগে একটি দোকান গৃহ রয়েছে। ০২ কড়া ভুমিতে সেই দোকান এবং বাকি জায়গা লাগিয়ত দিয়েছেন। P.W.1 এর এরুপ সাক্ষ্য P.W2 অনুসমর্থন করেছেন। সাক্ষী P.W2 নালিশী দাগে অবস্থিত দোকানের ভাড়াটিয়া। তিনি স্বীকার করেছেন যে বাদীর সাথে তার ভাড়ানামা চুক্তি রয়েছে এবং ৮/৯ বছর সেই চুক্তির মেয়াদ। অপরদিকে সাক্ষী D.W.1 জেরাতে স্পষ্ঠত স্বীকার করেছেন যে, নালিশী সম্পত্তি তাদের ভিটি বাড়ি। তবে চারদিকে কোন বাউন্ডারী ওয়াল ও দোকান নেই মর্মে দাবি করেছেন। অথচ বিবাদীপক্ষের সাক্ষী D.W.2 জেরাতে বলেছেন যে বিবাদীরা বাউন্ডারী ওয়ালের ভেতরে থাকেন। D.W.2 এর স্বীকৃতি অনুযায়ী নালিশী ভুমিতে বাউন্ডারী ওয়াল থাকার বিষয়টি প্রমাণিত এবং সেখানে বিবাদীপক্ষ না থাকার বিষয়টি স্পষ্ঠ। D.W.2 নালিশী জায়গায় দোকান P.W2 রাজ বংশী করে মর্মে স্বীকার করেছেন। তবে তিনি দোকান ভাড়া কে নেয় তা বলতে পারেননি। যদি সত্যিই বিবাদীপক্ষ উক্ত দোকানগৃহের দখলে থাকতেন তাহলে D.W.2 অবশ্যই দোকান ভাড়া কে গ্রহন করে তা বলতে পারতেন। P.W.2 রাজ বংশী তার সাক্ষ্যতে স্পষ্ঠত বলেছেন যে তিনি বাদীপক্ষের ভাড়াটিয়া। D.W.1 নালিশী ৬৭৩ দাগে দোকান ও বাউন্ডারী নেই তবে ৬৭৪ দাগে উক্ত বাউন্ডারী ও দোকান রয়েছে মর্মে স্বীকার করেছেন। কিন্তু নালিশী খতিয়ানে ৬৭৪ কোন দাগের অস্তিত্ব নেই। অস্তিত্বহীন দাগ উল্লেখে দোকান ও বাউন্ডারী থাকার বিষয়টি স্বীকারের মাধ্যমে বিবাদীপক্ষ প্রকারান্তরের বাদীপক্ষের দোকান ও বাউন্ডারী থাকার দাবির সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। সার্বিক পর্যালোচনায় ইহাতে কোন সন্দেহ নেই যে নালিশী সম্পত্তিতে বাদীপক্ষ দখলে রয়েছেন। সার্বিক পর্যালোচনায় নালিশী সম্পত্তিতে বাদীপক্ষের স্বত্ব স্বার্থ আছে মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হলো।

উপরিউক্ত আলোচনা হতে ইহা পরিস্কার যে, আর এস রেকডীয় প্রজা সুরধন নালিশী আর এস ১১০৭ নং খতিয়ানে ৪২ শতক ভুমি মধ্যে √১৩।/ অংশে ৬৭৩ দাগে বাড়ি রকম ভুমিতে ৭ শতাংশ এবং মৃত ভাইদের অংশ হতে প্রাপ্ত ৩.৫০ শতক সহ সর্বমোট ১০.৫০ শতক ভুমির মালিক ছিলেন। বর্তমানে উক্ত ভুমির মধ্যে ০৬ শতক ভুমিতে বাদীপক্ষ খরিদসূত্রে স্বত্ব ও দখলকার রয়েছেন। বাদীপক্ষ কর্তৃক দাখিলীয় বি এস- ১৬৬২ নং খতিয়ান প্রদর্শনী-২ পর্যালোচনায় দেখা যায়, নালিশী সম্পত্তি সম্পর্কিত আর এস ৬৭৩ দাগ বি এস খতিয়ানে ২৮৭ নং দাগ হয়েছে। কিন্তু বি এস খতিয়ানে মালিকের কলামে বাদীর বায়ার নামের পরিবর্তে আর এস রেকর্ডীও সুরধনের পুত্র যোগেশ চন্দ্র নম এর নাম লিপিবদ্ধ হয়েছে। নালিশী দাগে সুরধনের প্রাপ্ত অংশ ভুমি হস্তান্তরের পরেও বিএস রেকর্ডে যোগেশ চন্দ্র নম এর নামে √১৩।/ অংশ রেকর্ড হওয়া সঠিক ছিল না। সার্বিক বিবেচনায়, ইহা দিনের আলোর মতো পরিস্কার যে, নালিশী সম্পত্তি

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত
পটিয়া, চট্টগ্রাম।

সম্পর্কিত বি এস খতিয়ান রেকর্ড ভুল ও অশুদ্ধ হয়েছে। সুতরাং বিচার্য বিষয় নম্বর ৫ ও ৬ বাদীপক্ষের অনুকূলে নিষ্পত্তি করা হলো।

বিচার্য বিষয় নম্বর ৭ ঃ

" বাদীপক্ষ প্রার্থীতমতে ডিক্রি পেতে হকদার কি না ?"

বাদীপক্ষের আরজি , লিখিত জবাব, মৌখিক সাক্ষ্য ও দালিলিক প্রমানাদি ও বিজ্ঞ কৌসুলিদের বক্তব্য ইত্যাদি সার্বিক পর্যালোচনায় আমার বলতে দ্বিধা নেই যে , বাদীপক্ষ তার মামলা প্রমান করতে সমর্থ হয়েছে। যেহেতু সকল বিচার্য বিষয় বাদীপক্ষের অনুকূলে নিষ্পত্তি করা হয়েছে সুতরাং বাদীপক্ষ তার প্রার্থিত ডিক্রী পাবার হকদার।

প্রদত্ত কোর্ট ফি সঠিক।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

ঘোষনামূলক ডিক্রীর প্রার্থনায় আনীত অত্র মোকদ্দমা ৯(ক)-৯(গ)/১০ নং বিবাদীপক্ষের বিরুদ্ধে দো-তরফাসূত্রে এবং অপরাপর বিবাদীগনের বিরুদ্ধে একতরফাসূত্রে ডিক্রি প্রদান করা হলো।

এই মর্মে ঘোষনা করা যাচ্ছে, নালিশী তফসিল বর্ণিত ভূমিতে বাদীর উত্তম ও অপরাজেয় স্বত্ব রহিয়াছে এবং উক্ত ভূমি সংশ্লিষ্ট বি.এস ১৬৬২ নং খতিয়ানে বাদীর পূর্ববর্তী বায়ার নামের স্থলে যোগেশ চন্দ্র নম এর নাম ভুল ও অশুদ্ধভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে যাহা যথারীতি বে-আইনী ও অকার্যকর এবং উহা বাদীর উপর বাধ্যকর নয়।

আমার স্বহস্তে টাইপকৃত ও সংশোধিত

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া , চট্টগ্রাম।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া , চট্টগ্রাম।